নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০২৩.২২-৩০০

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪৩০ / ১৪ মে ২০২৩

ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বিষয়ক বিশেষ পরিপত্র

বিষয় : গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এ ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৫ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণের জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রসমূহে ভোটগ্রহণ, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শন (ভোটিং এডুকেশন) এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) কাস্টমাইজেশনসহ নির্বাচন উপযোগী করে যথাসময়ে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২। **ইভিএম ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রার্থী এবং ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার:** ইভিএম ব্যবহার যেহেতু একটি কারিগরি বিষয়, তাই এর ব্যবহার, কার্যকারিতা এবং সফলতা সম্পর্কে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাদের নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট এবং ভোটারদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা অর্থাৎ প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারদের সুবিধার্থে ইভিএম ব্যবহার পদ্ধতি বিষয়ক একটি নির্দেশিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি প্রেরণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:** নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক ইভিএম ব্যবহারের বিষয়ে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা অর্থাৎ প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের জন্য ০২ দিন ব্যাপি এবং পোলিং অফিসারদের জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহারের বিষয়ে ০১ দিনের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪। **ভোটারদের জন্য ভোটার শিক্ষণঃ** গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ১ দিন ব্যাপী ভোটারদের জন্য ভোটার শিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করতে হবে। আগামী ২৫ মে ২০২৩ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটগ্রহনের দিন ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক ভোটার শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটারগণ যাতে ভোটার শিক্ষণ কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ভোট গ্রহণের দিন ভোটারদেরকে ভোটপ্রদানের জন্য দাঁড়ানো লাইনে অথবা ভোটকেন্দ্রের চৌহদ্দির ভিতরে ব্যালট ইউনিটের রেপ্লিকার সাহায্যে ভোটার শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৫। **ইভিএম কাস্টমাইজেশন:** গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ব্যবহৃতব্য ইভিএমসমূহ নির্বাচন ভবনের বেইজমেন্ট-১ এ প্রশিক্ষিত কাস্টমাইজেশন টিম দ্বারা কাস্টমাইজেশন করা হবে। আগামী ১৬ মে, ২০২৩ তারিখে মাননীয় কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক মনোনীত কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন প্রার্থীর ১/২ জন প্রতিনিধি উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিগণ ইভিএম কাস্টমাইজেশন সেন্টারে উপস্থিত হয়ে কাস্টমাইজেশনের বিভিন্ন দিক অবলোকন করবেন।

৬। **নিরাপত্তা সহকারে ইভিএম এর পরিবহন, সংরক্ষণ ও কার্যকারিতা যাচাই করা:** ইভিএমসমূহ ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বিধায় মেশিনসমূহ সারিবদ্ধভাবে রেখে যথাযথ নিরাপত্তার সাথে পরিবহন করতে হবে। ভোটগ্রহণের পূর্বের দিন অন্যান্য নির্বাচনি মালামাল সহকারে ইভিএমসমূহ প্রিজাইডিং অফিসারকে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং প্রিজাইডিং অফিসারগণ ভোটকেন্দ্রে গিয়ে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারসহ অবশ্যই প্রতিটি ইভিএমের কার্যকারিতা ও সঠিকতা যাচাই করবেন। কোনরুপ ত্রুটি-বিচ্যুতি পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রিজাইডিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন। রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন ভবনের ৭২১ নং কক্ষে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমকে অবহিত করে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন অথবা প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৭। **কারিগরি দলের গঠন:** প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অনান্য দপ্তরের কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী ২/১ জন করে কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে দয়িত্ব পালন করবেন। প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণের জন্য ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ প্রস্তুত করবেন। ভোটগ্রহণ চলাকালে ইভিএম মেশিনের কোন সমস্যা দেখা দিলে বা মেশিন প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হলে ভোটগ্রহণকারী কারিগরি সদস্যগণ তা সচল করা বা প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন। ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে নিয়োজিত কারিগরি সদস্যগণ মোবাইল টিম/কন্ট্রোল রুমের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখার নিমিত্ত মোবাইল ফোন বহন ও ব্যবহার

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

করতে পারবেন। ভোটগ্রহণকারী কারিগরি দলের সদস্যগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের আগের দিন কেন্দ্রে গমন করবেন, ইভিএম এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে সহায়তা প্রদান করবেন এবং ভোটকেন্দ্রে রাত্রিযাপন করবেন।

৮। **মোবাইল কারিগরি টিম:** নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের IDEA (২য় পর্যায়) প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত মোবাইল কারিগরি টিম সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে অবস্থান করবেন। ভোটগ্রহণের দিন বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ইভিএম এর কারিগরি সমস্যা পূর্বোক্ত কারিগরি সদস্যগণ কর্তৃক সমাধানে অসমর্থ হলে তা নিরসনে মোবাইল কারিগরি টিম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার, মোবাইল কারিগরি টিমের যানবাহন ও আনুসাঙ্গিক লজিষ্টিকস সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবেন।

৯। **ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কার্ডের এবং প্রদত্ত পিন/পাসওয়ার্ডের গোপনীয়তা রক্ষা:** প্রতিটি ইভিএম এর জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের কার্ড এবং মেশিন চালু করার পিন/পাসওয়ার্ড প্রিজাইডিং অফিসারকে সরবরাহ করা হবে। সরবরাহকৃত কার্ডসমূহ যথাযথ নিরাপত্তার সাথে ব্যবহার করতে হবে। এ সকল কার্ড এবং পিন/পাসওয়ার্ডের যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

১০। **অতিরিক্ত অডিট ও পোলিং কার্ডের ব্যবহার :** সুষ্ঠুভাবে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রে ব্যবহৃত অডিট কার্ড ও পোলিং কার্ডের একটি সামগ্রিক ব্যাকআপ রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে। জরুরী প্রয়োজনে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার উক্ত ব্যাকআপ কার্ডসমূহ প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে সরবরাহ করবেন। উক্ত ব্যাকআপ কার্ডসমূহ সংশ্লিষ্ট ভোটকক্ষের ইভিএমসমূহ সচল করার নিমিত্তে অথবা নতুন ইভিএম কার্য উপযোগী করার জন্য ব্যবহার করা হবে। রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার উক্ত কার্ডসমূহের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।

১১। **ইভিএম যাচাইকরণ:** ভোটগ্রহণের আগের দিন অর্থাৎ ২৪ মে, ২০২৩ তারিখ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের বিপরীতে ব্যালট ইউনিটে সঠিকভাবে প্রতীক সন্নিবেশিত আছে কিনা তা ভোটকেন্দ্রে পৌছে প্রিজাইডিং অফিসার যাচাই করবেন। যাচাই করে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করে সঠিক ব্যালট ইউনিট বুঝে নিতে হবে। এ বিষয়ে প্রিজাইডিং অফিসারকে ইভিএম ও অন্যান্য ফরম, প্যাকেট এবং নির্বাচনি সামগ্রী সংগ্রহের সময় ভোটকেন্দ্রের চাহিদা অনুসারে যাচাই করে তা বুঝে নিতে হবে। এছাড়াও ইভিএম মেশিন সমূহ ও অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রীর সঠিক আছে মর্মে প্রিজাইডিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারের নিকট বিকাল ০৫:০০ ঘটিকার মধ্যে সঠিকতা প্রতিবেদন প্রদান করবেন।

১২। **ডেমো ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত:** ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত ইভিএমসমূহ ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টগণকে ডেমো ভোটগ্রহণ প্রদর্শন করতে হবে। ডেমো ভোটগ্রহণের প্রাক্কালে ইভিএমসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম (বর্ণানুক্রমিক) ও প্রতীক সঠিক আছে কিনা তাও দেখাতে হবে। এছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়াদি অনুসরণ করতে হবে:

ক) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার সকাল ০৭:৩০ মিনিট পূর্বে ডেমো ভোটগ্রহণ শুরু করবেন। ডেমো ভোট ৭:৪৫ মিনিটের মধ্যে শেষ না করলে কন্ট্রোল ইউনিটের স্ক্রীনে **"ভোট ১৫ মিনিটের মধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে, ডেমো ভোট শেষ করে ফলাফল দেখুন এবং ভোটগ্রহণ সঠিক সময়ে শুরু করুন"** এই ম্যাসেজটি (সকাল ০৭:৪৫ মিনিটে ম্যাসেজটি প্রদর্শিত হবে) প্রদর্শিত হবে। ডেমো ভোটগ্রহণ শেষ করার ম্যাসেজ স্ক্রীনে প্রদর্শিত হলে সাথে সাথে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ম্যাসেজটি বন্ধ করে "ভোট শেষ" বাটনে চাপ দিয়ে ডেমো ভোটগ্রহণ বন্ধ করবেন। অতঃপর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে রক্ষিত অডিট কার্ড প্রবেশ করিয়ে তার আঙ্গুলের ছাপ দেয়ার পর ডেমো ভোটের ফলাফল দেখে প্রিন্ট নিবেন এবং উপস্থিত সকল পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর নিয়ে নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন। তবে সকাল ৭:৪৫ মিনিটের পূর্বে ডেমো ভোট শেষ করে ফলাফল প্রিন্ট করে **"পুনরায় শুরু"** বাটন চাপ দিয়ে ভোট শুরুর প্রস্তুতি নিয়ে রাখলে সঠিক সময়ে ভোটগ্রহণ শুরু সহজ হবে।

খ) সকাল ০৭:৪৫ হতে ০৮:০০ টা পর্যন্ত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তার কক্ষে মূল ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি নিবেন। ডেমো ভোটের ফলাফল প্রিন্ট করার পর "ভোট শুরু" বোতামে চাপ দিতে হবে। **সকাল ০৮:০০ টার পূর্ব পর্যন্ত "ডেমো ভোট" ও "ভোট শুরু" দুটি বোতামই নিস্ক্রিয় থাকবে। সকাল ০৮:০০ টায় "ভোট শুরু" বোতামটি সক্রিয় হবে।**

১৩। **ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন (ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা কর্তৃক ইভিএম ব্যবহার):** ২৫ মে, ২০২৩ তারিখ ভোটকক্ষে নিয়োজিত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার সকাল ৮.০০ টায় ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বেই ইভিএম মেশিন সেটআপ করবেন। প্রিজাইডিং অফিসার কেন্দ্রের সকল ভোটকক্ষে ব্যবহৃতব্য ভোটিং মেশিন চালু করার নিরাপত্তা PIN এবং Password গোপনীয় ভাবে রিটার্নিং অফিসারের দপ্তর হতে গ্রহণ, সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে সরবরাহ করবেন।

এক্ষেত্রে Audit কার্ড প্রবেশ করিয়ে প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার পাসওয়ার্ড/পিন প্রদান করে মেশিনের জিজ্ঞাসা অনুযায়ী আঙ্গুলের ছাপ প্রদান করে ভোটগ্রহণের জন্য মেশিন প্রস্তুত করবেন। ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে মেশিনের অপর কার্ড স্লটে Polling Card প্রবেশ করাবেন। ভোটগ্রহণের জন্য মেশিন সম্পূর্ণরুপে প্রস্তুত হলে Audit কার্ডটি বের করে নিবেন। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার Audit কার্ড স্লটে প্রয়োজনে স্মার্ট কার্ড প্রবেশ করিয়ে ভোটার শনাক্তকরন করবেন। একজন পোলিং অফিসার ভোটার তালিকার হার্ডকপির সাথে মিলিয়ে শনাক্তকৃত ভোটার নম্বর চিহ্নিত করবেন এবং অপর পোলিং অফিসার বৈধ ভোটারের আঙ্গুলে অমোচনীয় কালির দাগ দিয়ে দিবেন এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ভোটারকে ইলেকট্রনিক ব্যালট ইস্যু করবেন। ভোটগ্রহণের দিন বিকাল ৪.০০ টার পর ভোটগ্রহণ শেষে সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারগণ "ভোট শেষ" বাটন চাপ দিয়ে নির্দেশনা মোতাবেক ভোটগ্রহণ কার্যক্রম শেষ করবেন। ভোটগ্রহণ শেষ করে ভোটিং মেশিনসমূহ এবং ব্যবহৃত কার্ডসমূহ ফলাফল গণনার নির্ধারিত কক্ষে নিয়ে যাবেন। গণনা কক্ষে একেরপর এক মেশিনে অডিট কার্ড প্রবেশ করিয়ে কক্ষভিত্তিক ফলাফল নিতে হবে। এরপর যেকোন একটি মেশিন বন্ধ করে পুনরায় চালু করে প্রিজাইডিং অফিসার সিলেক্ট করে প্রিজাইডিং অফিসারের আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে সামষ্টিক ফলাফল মুদ্রণ করতে হবে।

১৪। **ভোটারের পরিচয় নিশ্চিতকরণ:**

(১) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সর্বশেষ প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুসারে নির্দিষ্ট কেন্দ্রে বৈধ ভোটার ভোটকক্ষে উপস্থিত হবার পর ভোট প্রদানের পূর্বে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নোক্ত উপায়ে ভোটার শনাক্ত করবেন:

(ক) স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করে

(খ) স্মার্ট কার্ড এর নম্বর ব্যবহার করে

(গ) ১৭ ডিজিটের জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর ব্যবহার করে

(ঘ) ১২ ডিজিটের ভোটার নম্বর ব্যবহার করে

(ঙ) আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করে

(২) উপরোক্ত ১৪ (১) এর যে কোন উপায়ে ভোটারকে শনাক্ত করতে গিয়ে ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর ভোটারের আঙ্গুলের ছাপ ম্যাচিং না হলে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নরুপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন:

(ক) ১৪(১)(ক) হতে ১৪(১)(ঘ) পর্যন্ত যে কোন উপায়ে ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর ভোটারের আঙ্গুলের ছাপ ম্যাচিং না হলে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিজের আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করে উক্ত ভোটারকে শনাক্ত করবেন। এক্ষেত্রে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারকে শনাক্তকরণের সম্পূর্ণ দায় ভার বহন করবেন।

(খ) ১৪(২)(ক) উপায়ে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার মোট ভোটারের সর্বোচ্চ ১% ভোটারকে শনাক্ত করে ইলেক্ট্রোনিক ব্যালট ইস্যু করতে পারবেন।

(৩) যে সকল ভোটারের আঙ্গুলের ছাপ ম্যাচিং হবে না এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিজের আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে ইলেক্ট্রনিক ব্যালট ইস্যু করবেন, সেসকল ভোটারের জন্য পৃথক লগ পোলিং কার্ডে সংরক্ষন হবে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি অবৈধভাবে ভোট প্রদানের অপচেষ্টা করেন এবং উক্ত ব্যক্তির সংরক্ষিত আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অবৈধ ভোটার হিসেবে প্রমানিত হয়, তাহলে সিটি কর্পোরেশ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(৪) যেসকল ভোটারকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিজের আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে শনাক্ত করবেন সেসকল ভোটারের তালিকা নির্ধারিত রেজিষ্ট্রারে ভোটারের নাম ও ভোটার নম্বর লিখে স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন এবং নিজেও স্বাক্ষর করবেন।

১৫। **ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট প্রদান:** নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রের ভোটারগণ ভোট প্রদানের জন্য স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র/জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/ ভোটার নম্বর/ আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করে নিজেকে ভোটার হিসেবে শনাক্ত করতে পারবেন। নির্দিষ্ট কেন্দ্রের নির্দিষ্ট ভোটকক্ষের ভোটারগণ সারিবদ্ধভাবে একজন একজন করে ভোটার ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে বৈধ ভোটার হিসেবে শনাক্ত ভোটারকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে গোপন কক্ষে রক্ষিত ইলেকট্রনিক ব্যালট ইউনিটে ব্যালট ইস্যু করবেন। ব্যালট ইউনিটে ব্যালট ইস্যু করার পর ভোটার গোপন কক্ষে প্রবেশ করে তার পছন্দের প্রার্থী এবং প্রতীক দেখে তার ডান দিকের বোতামে চাপ দিয়ে সিলেক্ট করবেন এবং ঐ ব্যালট ইউনিটের সবুজ রংয়ের CONFIRM বোতাম চেপে ভোট সম্পন্ন করবেন।

১৬। **ভোটের ফলাফল দ্রুত প্রেরণ নিশ্চিতকরণ :** ইভিএম ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ শেষে প্রশিক্ষণের সময় প্রদর্শিত ও বিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে ইভিএমসমূহ প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন।

(১) ইভিএম কর্তৃক প্রাপ্ত ফলাফল হতে প্রিজাইডিং অফিসার তা সংশ্লিষ্ট পদের ভোটগণনার বিবরণীতে [ফরম-ঞ, ঞ-১, ঞ-২] লিপিবদ্ধ করার পর, সেটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি প্রিন্ট করে প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রদান পূর্বক প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার সহিত যানবাহন যোগে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে ফলাফল প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১৭। **ইভিএম ব্যবহারকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সংক্রান্ত :** জনস্বার্থে ইভিএম বাস্তবায়ন এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব উল্লেখ করা হলো।

ক) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:

(১) সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে যানবাহনসহ যাবতীয় লজিষ্টিকস সাপোর্ট প্রদান করবেন;

(২) সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট থেকে RMS এর মাধ্যমে ফলাফল পাওয়া মাত্র তা বার্তাশীট প্রস্তুত করে RMS এ প্রেরণ করবেন;

(৩) কমিশন হতে প্রেরিত মোবাইল কারিগরি টিমের যানবাহনসহ যাবতীয় লজিষ্টিকস সহায়তা প্রদান করবেন;

(৪) তাঁর অধীনস্থ সকল কেন্দ্রসমূহের উপর নজরদারী করবেন;

খ) সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

(১) রিটার্নিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করবেন;

(২) প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ফলাফল পাওয়া মাত্র তা RMS যাচাই করে বার্তাশীট প্রস্তুত করবেন এবং রিটার্নিং অফিসারের নিকট RMS এর মাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন;

গ) প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

(১) প্রিজাইডিং অফিসার প্রদত্ত ইভিএম সমূহের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখবেন;

(২) ভোটগ্রহণ শেষে সকল কক্ষের কার্ডসহ কন্ট্রোল ইউনিটসমূহ সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের সহযোগিতায় ভোটগণনার জন্য নির্ধারিত একটি কক্ষে নিয়ে আসবেন এবং একটি মেশিন হইতে কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল মুদ্রণ করবেন;

(৩) সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করবেন;

ঘ) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

(১) প্রতি কক্ষে ম্যানুয়েল অনুযায়ী ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করবেন;

(২) ভোটকেন্দ্রের ইভিএম ও সংশ্লিষ্ট মালামালসমূহ বুঝে নিবেন;

(৩) ভোটগ্রহণ শেষে দায়িত্বশীলতার সাথে সঠিকভাবে ইভিএম ও সংশ্লিষ্ট মালামাল সমূহ বুঝিয়ে দিবেন যেন কোনভাবেই মেশিন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়;

১৮। **ভোটগণনার বিবরণী প্রস্তুত:** প্রিজাইডিং অফিসার বিধি-১৬ এর অধীন ইভিএম হতে মুদ্রিত ফলাফল স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৩৯ অনুযায়ী ফরম-ঞ, ঞ-১ ও ঞ-২ তে সন্নিবেশ করে মেয়র, সংরক্ষিত আসন ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের জন্য ভোটগণনার বিবরণী প্রস্তুত করবেন। ইভিএম হতে মুদ্রিত ফলাফলের কপি এবং ফরম ঞ, ঞ-১, ঞ-২ অবশ্যই এক সাথে সংযুক্ত করে রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন। একই সাথে ইভিএম হতে মুদ্রিত কপিসহ ১ সেট ফলাফল ভোটকেন্দ্রে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে।

১৯। **ইভিএম ও নির্বাচনি মালামাল সংরক্ষণ:** ভোটগণনা শেষে ইভিএমসমূহ সংশ্লিষ্ট প্যাকেটে প্রবেশ করিয়ে নির্দেশিকা অনুযায়ী দায়িত্বশীলতার সহিত রিটার্নিং অফিসারকে বুঝিয়ে দিবেন। ব্যবহৃত কার্ডসমূহ সরবরাহকৃত খামে ভরে সিলগালাপূর্বক গানি ব্যাগে প্রবেশ করিয়ে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়াও ব্যবহৃত ভোটার তালিকা প্যাকেট ৭-এ, ভোটগণনার বিবরণী ফরম ঞ, ঞ-১ ও ঞ-২ সম্বলিত সকল প্যাকেট এবং অন্যান্য নির্বাচনি সামগ্রী গানি ব্যাগে প্রবেশ করিয়ে সিলগালাপূর্বক রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিতে হবে।

২০। এ পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৪/৫/২০২৩

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোনঃ ০২-৫৫০০৭৫২৫
E-mail:sasemc1@gmail.com

বর্ণনা মোতাবেক

আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা
ও
রিটার্নিং অফিসার, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২৩

নং- নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০২৩.২২-৩০০

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪৩০ / ১৪ মে ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ-২ প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার,.....(সংশ্লিষ্ট) বিভাগ ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১১. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক,.....(সংশ্লিষ্ট) রেঞ্জ
১২. পুলিশ কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট) মেট্রোপলিটন পুলিশ
১৩. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৫. প্রকল্প পরিচালক, ইভিএম প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৭. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৮. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. জেলা প্রশাসক,.....(সংশ্লিষ্ট)
২০. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২১. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২২. সিনিয়র জেলা/ জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)

২৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)

২৪. জেলা তথ্য অফিসার,.....(সংশ্লিষ্ট)

২৫. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি,.....(সংশ্লিষ্ট)

২৬. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৭. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ....., এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৯. থানা/উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা,.....(সংশ্লিষ্ট)

৩০. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা.....(সংশ্লিষ্ট) থানা।

২৪/৫/২০২৬

(মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com